শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যের ভূমিকা

জিল্লুর রহমান খান

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা কুসংস্কার দূর করে, মানুষকে জ্ঞানের আলো দান করে, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বাড়ায় এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে। তাই শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং যে দেশের সাক্ষরতার হার যত বেশি সে দেশ তত উন্নত। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোতেই শিক্ষার হার নিম্ন পর্যায়ে। আমাদের দেশের শিক্ষার হার নিয়ে নানা ধরনের তথ্য রয়েছে। তাই শিক্ষার হার সম্পর্কে উল্লেখ না করে আমি বলতে চাই আমাদের দেশের শিক্ষার হার নিম্ন পর্যায়ে। তার মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য না পাওয়া। আমাদের দেশে শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন। তাদের কাছে শিক্ষা সম্পর্কে কোন তথ্য না থাকার কারনে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে তারা সচেতন নন।

শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকারের কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের ১৭নং ধারায় তা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৯৮৮ সালে ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ অনুমোদিত হয়েছে। সনদে বলা হয়েছে ১৮ বছর বয়স্ক সব নাগরিকের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৫৫টি দেশ তাতে স্বাক্ষর করে। আমাদের দেশে ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন আইনে বলা হয়েছে বাংলাদেশে বসবাসরত প্রত্যেক অভিভাবককে তাদের প্রত্যেক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুকে যুক্তিসংগত কারন না থাকলে অবশ্যই বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে হবে এবং প্রত্যেক শিশুকে ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। গ্রামে বাস করেন এমন অধিকাংশ অভিভাবক এ তথ্য জানেন না।

তথ্য আমাদের রোজকার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। একজন নাগরিককে সমাজ জীবনে বসবাস করতে হলে ভাষা শিক্ষা, দৈনন্দিন হিসাবপত্র, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জীবন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ শিক্ষা তার জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও মূল্যবোধের বিকাশে সহায়ক। তথ্য জানার মাধ্যমেই মানুষ ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারে। নিজের জীবনকে সুন্দর ও উন্নত করে তুলতে তথ্যের কোন বিকল্প নেই। সঠিক তথ্য পাওয়ার মাধ্যমে মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই বলতে চাই, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। যা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জনগণের ক্ষমতায়ন ও সর্বস্তরে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণ সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এর ফলে তাদের জীবনে নেমে এসেছে নানা ধরনের সমস্যা ও দুর্গতি, ব্যাহত হচ্ছে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া। সঠিক সময়োপযোগী তথ্যের অভাবে সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়ও মানুষের অজানা এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে নাগালের বাইরেই রয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষেরই অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র এসব মৌলিক অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা ও সুযোগ করে দিয়ে থাকে। কিন্তু তথ্য না জানার কারণে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যের ভূমিকা কেমন হতে পারে তার একটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো। ময়মনসিংহ সদর উপজেলার সিরতা ইউনিয়নের, নয়াপাড়া গ্রামের একজন প্রান্তিক চাষী আমিন উদ্দিন। তার মেয়ে আমিনা পঞ্চম শ্রেণীতে ভালভাবে পাস করার পর, আমিনার উচ্চ শ্রেণীতে পড়ার খুব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমিন উদ্দিন মেয়েকে আর স্কুলে পাঠাননি। আমিন উদ্দিন জানে না মেয়েদের হাইস্কুলে পড়ার খরচ সরকার বহন করে। ফলে আমেনার আর হাইস্কুলে পড়া হলো না। আমিন উদ্দিনের তথ্য না জানার কারণেই আমেনার এতবড় ক্ষতি হলো। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তথ্য না জানার কারণে আমিন উদ্দিন তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেননি। ফলে ক্ষতি হলো মেধাবী ছাত্রী আমেনার, আর দেশ ও সমাজ হারালো একটি প্রতিভার। এ ভাবে তথ্য না জানার কারণে আমার দেশের অনেক প্রতিভা হারিয়ে যাচ্ছে।

তৃণমূল পর্যায়ে দেখা গেছে, কেবল মাত্র সঠিক তথ্য বা বার্তা জানা না থাকার কারণে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর এবং মাধ্যমিক স্তর শেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষায় সরকার উপবৃত্তি চালু করেছে, সে বিষয়টি সাধারণ মানুষের অনেকেই তা আজো জানে না। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও পরীক্ষার ফি, ধর্মীয় চাঁদা, খেলার ফিসহ প্রায় ১৭টি খাতে ফিস বা চাঁদা আদায়ের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। যার কোন রসিদ দেয়া হয় না। মাধ্যমিক পর্যায়ে একেক স্কুলে একেক রকমভাবে বেতন এবং বিভিন্ন ফি আদায় করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর বিদ্যালয়গুলোতে সেসন চার্জ, খেলাধুলা, পাঠাগার ফি, স্কাউট ফির নামে মোটা অংকের অর্থ আদায় করা হলেও এসবের কোন সুযোগই বিদ্যালয়গুলোতে দেখা যায় না। ছাত্রছাত্রীর উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা ঘটছে অহরহ। গবেষণা প্রতিষ্ঠান টিআইবি ও ময়মনসিংহ সদর উপজেলার সচেতন নাগরিক কমিটির সাম্প্রতিক এক শিক্ষা জরিপ কার্ডে এমন সব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া চলতি অর্থ বছর থেকে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভ্যাট প্রথা চালু করেছেন সরকার। মফস্বল শহরে ভ্যাট প্রথা অনেক অভিভাবকদের অতিরিক্ত বোঝায় পরিণত হয়েছে। এতে বিদেশী ভাষায় শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে শিক্ষা ক্ষীমা চালু করা এখন সময়ের দাবি।

প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে রয়েছে একটি করে ম্যানেজিং কমিটি এবং শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি। কিন্তু এসব কমিটির সদস্যরা নিজেরাই তাদের দায়-দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয়। তাদের কাছে কোন তথ্য না থাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা সঠিক ভূমিকা রাখতে পারছেন না। শিক্ষকরা বলেন; সভায় ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা আসতেই চান না, অভিভাবকদের ডাকলেও পাওয়া যায় না। তারা কেবল খাতা কলমে সই দিতেই আগ্রহী। আবার অনেক স্থানে শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্যতে কুক্ষিগত করতে তৎপর থাকেন ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা। অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলে ঠিকমতো ক্লাসই হয় না। অথচ একজন অভিভাবকের যে স্কুলে ভূমিকা রাখার অনেক সুযোগ আছে সেটা তিনি নিজেই জানেন না। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তার ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তার যে দায়িত্ব বা কর্তব্য রয়েছে সে বিষয়ে তথ্য না জানা থাকায়, তিনি সে ব্যাপারে কোন ভূমিকা রাখেন না। মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ পর্যায়ে এ সঙ্কট আরও প্রকট। মাদ্রাসা শিক্ষার অবস্থা আরও নাজুক পরিস্থিতি। সেখানে কি পড়ানো হচ্ছে, কীভাবে পড়ানো হচ্ছে, শিক্ষকদের যোগ্যতা কি এসব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্কুল ও মাদ্রাসার কমিটি নিয়ে নানা ধরনের মামলা মোকদ্দমা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের চিত্র সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক রিপোর্ট হতেই স্পষ্ট ভাবে অনুধাবন করা যায়।

সরকার এক পরিপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক করেছেন। এ ব্যাপারে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর তেমন কোন ধারণাই নেই। যে কারনে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর পরিবর্তে উপার্জনকৃত কোন কর্মে নিয়োজিত করার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক থাকে। অথচ সন্তানকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে না পাঠানো আইনত অপরাধ, এটা তাদের জানা নেই। উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি এবং পরীক্ষায় নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর পাওয়ার বাধ্য বাধকতা রয়েছে, সে তথ্যের ব্যাপারে অভিভাবকরা অবগত নন। একই সঙ্গে কত টাকা করে বৃত্তি ও উপবৃত্তি পাচ্ছে সে তথ্য অনেকেরই জানা নেই। যে কারণে অভিভাবকরা বলে থাকেন শিক্ষকরা বৃত্তি ও উপবৃত্তি বিতরণের সময় অনিয়ম করে থাকেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণশীল হলেও শিক্ষার গুণগত মানের ক্রমাগত অবনতি লক্ষ্য করা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রধান শিক্ষককে এতো বেশি অফিসিয়াল কাজ করতে হয়, তার পক্ষে বিদ্যালয়ে পাঠদান সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে 'কেরানির' পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন। এ ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার মান ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে তীব্র সমালোচনা রয়েছে। বেসরকারি স্কুলগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলীর অভাব। বেসরকারি কলেজের ক্ষেত্রে একই অবস্থা বিরাজমান। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিফলতার উচ্চ হার থেকে ধরা পড়ছে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ, উভয়ক্ষেত্রেই যোগ্যতার অভাব। সমাজ ও যুগের চাহিদা, সমকালীন জ্ঞানের যে বিস্তার ঘটেছে তার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার মানোন্নয়ন অপরিহার্য।

আমাদের দেশ গ্রাম প্রধান হলেও গ্রামের একজন শিক্ষার্থীর জন্য খুবই প্রয়োজন কর্মমুখী শিক্ষা। বিশেষ করে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রামে গ্রামে কর্মমুখী শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে। আর কর্মমুখী শিক্ষাই এ দেশের আর্থিক নিশ্চিয়তার উৎস। বর্তমানে যে শিক্ষা রয়েছে সে শিক্ষা গ্রহণ করে একজন শিক্ষার্থীকে চাকরির জন্য অপেক্ষা করতে হয়, বেকার থাকতে হয়। বেকারত্ব যে কোন দেশের জন্য অভিশাপ এবং মারাত্মক অর্থনৈতিক সমস্যা। অথচ উন্নত দেশগুলোর শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত। আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মমুখী শিক্ষা চালু করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বনির্ভর ও অর্থনৈতিকভাবে ভিত মজবুত করে তোলা সম্ভব। গ্রামাঞ্চল ও তৃণমূল পর্যায়ের অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের কোথায় ভর্তি করবেন, কোন স্কুল-মাদ্রাসা-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার মান কেমন, শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা কেমন, পাঠদান পদ্ধতি কি, কি কি বিষয় পড়ানো হয় এ বিষয়ে জানার সুযোগ খুবই সীমিত। রাষ্ট্রীয়ভাবে এসব বিষয়ে জানার সুযোগও কম। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচারযন্ত্র রেডিও এবং টেলিভিশনেও এ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের ঘাটতি রয়েছে। পত্রপত্রিকায় সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে কিছুটা তথ্য দিলেও চাহিদার তুলনায় তা খুব অল্প। খুব অল্প লোকেরই গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার পেছনে দৌড়াতেই লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়ে যায় অভিভাবকদের। জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থাকলেও এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ কোন তথ্য তাদের কাছে নেই বা এটা তাদের কাজের আওতার মধ্যে পড়ে না। যে কারণে দেখা যায়, কেবল তথ্যের অভাবে অনেক সম্ভাবনার অপমৃত্যুও ঘটে।

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগের আমাদের অপার সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে। সব মানুষের তথ্য জানার সুযোগ করে দিতে হবে। এজন্য সরকারিভাবে শিক্ষা অফিসগুলোতে শিক্ষা সংক্রান্ত 'তথ্যসেল' চালু করা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রতিটি উপজেলা শিক্ষা অফিসে ইন্টারনেট ভিত্তিক 'তথ্যভাণ্ডার' স্থাপন করা যেতে পারে। যেখান থেকে সাধারণ মানুষ সেবামূল্যে শিক্ষা সংক্রান্ত তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, তাদের ছেলেমেয়েদের কোথায় ভর্তি করাবেন। এতে করে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আরও সহজতর হবে।

জনগণের তথ্য জানার অধিকার এখন সারাবিশ্বে স্বীকৃত। ইতোমধ্যে অনেক দেশেই তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশে এখনও তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়নি। অবাধ তথ্য-প্রবাহ নিশ্চিত হলে সুশাসনের পথ সুগম হয় ও অভাব মোচন হয়। মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার একটি অপরিহার্য বিষয়। উন্নত জীবন গঠনের জন্য বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন করা প্রয়োজন। আমাদের দেশ গ্রাম প্রধান দেশ। অধিকাংশ জনগণই গ্রামে বসবাস করেন। এ জন্য সবার আগে তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামের মানুষদের তথ্য অধিকার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া বেশি জরুরি। যাতে প্রয়োজন মোতাবেক অবাধ তথ্য পেয়ে গ্রামের মানুষ জাতীয় জীবনের মানোন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে আরও বেশি সচেতন হতে পারে।

[লেখক : ব্যুরো প্রধান, দৈনিক সংবাদ, ময়মনসিংহ ও এমএমসির জেলা প্রদায়ক, ময়মনসিংহ।
১, গাঙ্গিনার পাড়, ময়মনসিংহ।

তারিখ-২৩ আগস্ট, ২০০৭ইং, ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এমএমসি ও প্রেসক্লাব যৌথভাবে আয়োজিত শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য পাওয়ার অধিকার শীর্ষক সেমিনারে পঠিত।]

সংবাদ
তারিখ 30 SEP 2007
পৃষ্ঠা ২
কলাম ২